ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণির বাংলা দৈনিক

আনন্দবাজার পত্রিকা

২৪ পরগনা

ঘরের ছেলের বাড়ি ফেরা

সামসুল হুদা

ভাঙড়

প্রায় পনেরো বছর আগে ভিন্ রাজ্যে কাজে গিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন এক যুবক। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে ছেলের সন্ধান না পেয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন পরিবারের লোকজন। রবিবার সকালে সেই ছেলে হঠাৎ বাড়ি ফিরে আসায় বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে পুরো পরিবার। ক্যানিংয়ের নিকারিঘাটা পঞ্চায়েতের দুমকি পূর্বপাড়ার বাসিন্দা অনিমা প্রামাণিক স্বামী মারা যাওয়ার পরে দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে খুবই কষ্টে দিন কাটাতেন। সংসারে হাল ধরতে প্রায় কর্ণাটকে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে গিয়েছিলেন বছর কুড়ির ছেলে রামকৃষ্ণ। পথ দুর্ঘটনায় জখম হন। স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হাত ধরে রামকৃষ্ণ পৌঁছে যান মুম্বই। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা তাঁর চিকিৎসা শুরু করেন। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে থাকেন যুবক। এক সময়ে স্মৃতিশক্তিও ফেরে। ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মীদের নাম, ঠিকানা বলতে পারেন রামকৃষ্ণ। সেইমতো সংস্থার কর্মীরা কর্ণাটক ও পশ্চিমবঙ্গে তাঁর ঠিকানা খোঁজা শুরু করেন। অবশেষে বাড়ির খোঁজ মেলে। সংস্থার সদস্য নীতীশ শর্মা, লক্ষ্মীপ্রিয়া বিসওয়াল-সহ কয়েকজন গত রবিবার রামকৃষ্ণকে নিয়ে ক্যানিংয়ের বাড়িতে হাজির হন। তাঁর কাকা শ্যামল প্রামাণিক, খুড়তুতো ভাই তপন প্রামাণিক বলেন, “আমরা ভেবেছিলাম, ও আর বেঁচেই নেই। বহু খোঁজাখুঁজি করেছি। এ ভাবে ফিরে পাব, স্বপ্নেও ভাবেনি।” মুম্বইয়ের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার অন্যতম কর্মকর্তা ভরত ভাটোয়ানি বলেন, “রামকৃষ্ণকে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিতে পেরে খুবই ভাল লাগছে।”